দৈনিক খবর

১৭

তারিখ ... ২২/১১/৯১ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

ভিসি'র ওপর হামলা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ঘটনা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে। ইসলামী ছাত্র শিবির এখন আর শুধুমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস চালিয়েই সন্তুষ্ট হতে পারছে না– উপাচার্যকে নাজেহাল করা এমনকি তাঁর প্রাণনাশেরও অপচেষ্টা চালাচ্ছে বলে সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ।

এ সম্পর্কে গত মঙ্গলবার দৈনিক ইত্তেফাকে "ভিসি'র বাসভবন ও গাড়ী ভাঙচুর" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে, গত সোমবার ছাত্র শিবির কর্মীরা ভিসি'র প্রাণনাশের চেষ্টায় ক্যাম্পাসে ভিসি'র বাসভবন ও গাড়ী ভাঙচুর এবং গুলীবর্ষণ করে। এ ঘটনার প্রতিবাদে চাকসু ভিপি নাজিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভায় জিএস আজিমউদ্দিন আহমদসহ বক্তারা বলেন, বৎসরাধিককাল যাবৎ শিবিরের সন্ত্রাসের মুখে সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সভাসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসনের নীরবতা বিস্ময়কর। সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসকে মদদ দিচ্ছে বলে বক্তারা অভিযোগ করেন।

ভিসি'র বাসভবনে হামলা, গাড়ী ভাঙচুর ও গুলীবর্ষণ এবং তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করে শিবিরের সন্ত্রাসী কর্মীরা নিজেদের বিকট চেহারাটাকেই নগ্ন করে তুলে ধরেছে। ভিন্ন মতের ছাত্র, শিক্ষকসহ ভিসি'কে ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে তারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বীভৎস সন্ত্রাস চালাচ্ছে। এসব ঘটনার মধ্যদিয়ে শিবির ও তার মূল রাজনৈতিক সংগঠনের ফ্যাসিস্ট চরিত্রটাই আজ নতুন করে দেশবাসীর সামনে উলঙ্গ হয়ে ধরা দিয়েছে। হীন রাজনৈতিক মতলব সিদ্ধির জন্য তারা শিক্ষাঙ্গনে নারকীয় সন্ত্রাসের অবতারণা করেছে। শিবিরের ফ্যাসিস্ট তৎপরতার জন্যই দেশে উচ্চ শিক্ষার দ্বিতীয় বৃহত্তম পাদপীঠ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার অচলাবস্থা বিরাজমান। এই নব্য ফ্যাসিস্টদের হাতে বহু নিরীহ ছাত্রের রক্ত ঝরেছে, অনেকগুলো তাজা প্রাণ অকালে নিভে গেছে– এমনকি ছাত্রীরাও তাদের বর্বর হামলা থেকে নিস্তার পায়নি। ভিন্নমতাবলম্বী শিক্ষকদের ওপর দৈহিক হামলা চালিয়ে শিবির তার বর্বরতার ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। উপাচার্যের বাসভবনে হামলা, গাড়ী ভাঙচুর, গুলীবর্ষণ এবং তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টার পরেও কর্তৃপক্ষ নীরব থাকেন কি করে তা ভেবে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হচ্ছি। সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসকে মদদ যোগাচ্ছে বলে চাকসু নেতৃবৃন্দ যে অভিযোগ করেছেন তাকে ভিত্তিহীন বা অমূলক বলে উড়িয়ে দেয়া যায় কি? ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসের মুখে বিশ্ববিদ্যালয়সহ ২শ'রও বেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে রয়েছে, অথচ সন্ত্রাস দমনে কোনো কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের সন্ত্রাসী সদস্যরা শিক্ষক ও ছাত্রসহ সবাইকেই লাঞ্ছিত করে চলেছে। বর্তমানে তারা খোদ উপাচার্যের ওপরেও হামলা চালাতে দ্বিধা করছে না। উপাচার্যকে গায়ের জোরে ক্যাম্পাস থেকে বহিষ্কার করে সেখানে একজন শিবিরপন্থীকে বসানোই হামলাকারীদের মৌল লক্ষ্য। সন্ত্রাসের মাধ্যমেই তারা গোটা বিশ্ববিদ্যালয়কে দখলে আনতে চাচ্ছে। এ লক্ষ্যে লাগাতার সন্ত্রাস চালিয়ে শিবির এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। অথচ কর্তৃপক্ষ রহস্যজনকভাবে নীরব। এ ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা কী, তাও পরিষ্কার নয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারের ভূমিকা কী এবং সরকার এ ব্যাপারে কী ভাবছেন সে সম্পর্কে জনমনে পুঞ্জীভূত সংশয় নিরসনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা।

একই সাথে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর আমরা আবারও সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ ব্যাপারে সব দলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার গুরুত্ব নতুন করে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। সচেতন ব্যক্তিমাত্রেরই এটা জানা আছে যে, প্রশাসন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টাই শুধু এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে পারে। অতএব, সংশ্লিষ্ট সবাই এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে এগিয়ে আসবেন এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভূত সংকট নিরসন ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অবিলম্বে শিবিরের সন্ত্রাসী মাস্তানদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর আমরা আবারও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।